গল্প : গোসিনি **অ্যাসটেরিক্স** ছবি : ইউদেরজো

অ্যাসটেরিক্স ও নর্ম্যান দল



গোসিনি ও ইউদেরজো
উপহার দিচ্ছেন

অ্যাসটেরিক্সের একটি নতুন অভিযান

অ্যাসটেরিক্স ও নর্ম্যান দল

গল্প রনে গোসিনি ছবি আলবেয়ার ইউদেরজো





[illegible]বলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯



যিশুর জন্মের ৫০ বছর আগে। সমস্ত গল দেশ রোমের অধীনে...ঠিক সবটা নয়, এক ছোট্ট গ্রাম এখনও অদম্য। সেই গ্রামের বীর বাসিন্দারা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে বিদেশি আক্রমণকারীদের। গ্রামের কাছাকাছি চারটি রোমান সেনাশিবির : পেতিবোনাম, বাবাওরাম, অ্যাকোয়েরিয়াম ও লোডানাম। শিবির চারটিতে যে রোমান সেনারা বাস করে, তাদের জীবন খুব একটা শান্তিপূর্ণ নয়...



গলের কয়েকজন অধিবাসী



অ্যাসটেরিক্স, এই রোমাঞ্চকর গল্পগুলির নায়ক। এই ছোটখাটো যোদ্ধার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস। বিপজ্জনক সব কাজের দায়িত্বই ওকে নির্দ্বিধায় দেওয়া যায়। অ্যাসটেরিক্সের আছে অতিমানবিক শক্তি, যার উৎসে পুরোহিত এটাসেটামিক্সের জাদু-পানীয়ের পাত্র...



ওবেলিক্স, অ্যাসটেরিক্সের প্রাণের বন্ধু। 'মেনহির' নামে এক ধরনের স্মারকশিলা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এর পেশা, বুনো শুয়োরের 'রোস্ট' খাওয়া এর নেশা। যে কোনও সময় সব কাজ ফেলে ওবেলিক্স বেরোতে পারে বন্ধুর সঙ্গে নতুন অভিযানে, শুধু চাই বুনো শুয়োরের রোস্ট ও শত্রুকে উত্তমমধ্যম দেওয়ার সুযোগ...

এটাসেটামিক্স। গ্রামের খুব মান্য পুরোহিত। গাছগাছড়া থেকে তৈরি করেন নানারকম পানীয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব এক জাদু-শরবত। গলায় ঢাললে শরীরে আসে অতিমানবিক শক্তি। এ ছাড়াও এটাসেটামিক্স জানেন নানা রকম গোপন কৌশল...





কলরবিক্স। চারণকবি। এঁর সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। এঁর নিজের বিশ্বাস, ইনি অসামান্য প্রতিভাবান। অন্যেরা ভাবে ঠিক উলটো। অবশ্য গান টান না গাইলে, কিংবা মুখ না খুললে এঁর মত বন্ধু কমই আছে...

এবং ভিশালাকৃতিক্স। গ্রামের মহামান্য প্রধান। [illegible], সাহসী, রগ চটা ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। প্রজারা যেমন শ্রদ্ধা করে শত্রুরা তেমনই ভয় করে। এঁর একটাই ভয়, আকাশটা মাথায় না আকাশ ভেঙে পড়ে...তবে নিজেই আবার বলেন, 'আগামীকাল কখনও আসে না।'

আমাদের পরিচিত গল গ্রামটিতে
এক নিস্তরঙ্গ দিন শুরু হল...
প্রিয়ে! এতদিনে 'অস্ত্র ও রথ' কোম্পানির বিক্রয়তালিকা পেলুম!
এই তো! চিঠিবিলিক্স এসেছে, আমাদের ডাকহরকরা।














সাবধান!
তুতের শপথ!
পাগল নাকি!
কাই কাই
খট খট খট খট
কাই কাই কাই


ওকে আমি এই অস্ত্র ও রথের পুস্তিকা দিয়ে মারব!
কি-ই-ই-চ


এই যে কাকু! আমি আধুনিক্স, তোমার ভাইপো!
?!


এ...আধুনিক্স...স্বাগতম...এসো, অ্যাসটেরিক্স আর ওবেলিক্সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই...
এমন রথ তো আর কখনও দেখিনি


বটেই তো! এমনটা চট করে দেখা যায় না। এ তো মেডিওলানামে* তৈরি প্রতিযোগিতার রথ
মিলান


বেশ, এবার শুরু করা যাক।
কী শুরু?


ওকে পুরুষ তৈরি করার শুরু, আর তার জন্য ওকে কয়েকটা চড়চাপাটি দিতে হবে।
কখনও না।


ও? তাহলে মিঃ অ্যাসটেরিক্স, ওকে চড় না মারলে কেমন করে ওকে পুরুষ তৈরি করব? বলুন, বলুন!
প্রথমে বন্ধুত্ব করতে হবে।


আধুনিক্স, তোমার জন্য আমরা একটা নাচের আয়োজন করব।
নাচ? সৌয়োরা* নাচতে জানে বুঝি?
*অপমানজনক শব্দ


মজার ব্যাপার বটে!
ওবেলিক্স, ভাবছি, ওকে চড় মারাই ভাল পন্থা!
দ্যাখো!
ভৌ!


আধুনিক্সের জন্য নাচের আয়োজন করার ফন্দিটা ভাল, অ্যাসটেরিক্স।
কিন্তু ওর বোধ হয় পছন্দ না
এটা তোর প্রথম নাচ গোঁড়ার্টুমিক্স...
বিশেষ দিনে এটা বাজাতে পারো, কিন্তু গান গাইবে না। গাইলেই মারব।
বটে?


কী?!!!


ও! ভাবলাম তুমি গান...


এসো, নাচি আসবে আধুনিক্স?
তোমরা যাও, দেখি এখানে নাচটা কেমন।
তুমি আমার সঙ্গে কোনও মেয়েকে নাচতে বলবে তো, অ্যাসটেরিক্স?


আমার ও আমার বন্ধুর সঙ্গে নাচবেন?
হিঃ! হিঃ
হু হু হু!

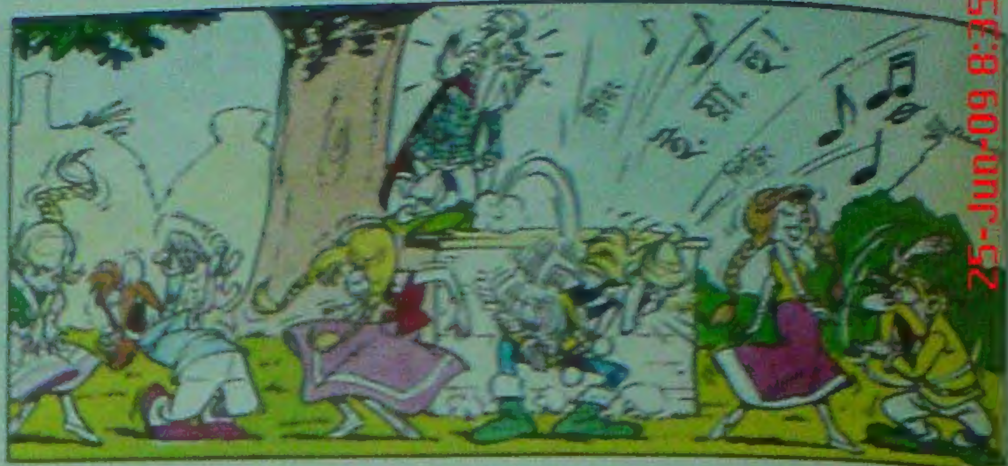

ভৌ ভৌ


না! না! না! ওরকম নাচ পূর্বপুরুষদের জন্য! আমি দেখাচ্ছি লুতেশিয়ার অলিগলিতে কীরকম নাচ চলছে!


আঁ...কী?


বাঁদরামিক্স!
?


!?!
?!?




ওবেলিক্স, দ্যাখো
ঝিমঝিম
ঝুমঝুম


ঝিনিক
ঝিনিক


ওবেলিক্স


ঝিনচাক
কী হল? সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এগোতে হবে না?


...না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়!
হার!
হার!
হার!


বেশ! অসহ্য এই বর্বরোচিত সঙ্গীত! আমাদের মধুর গীতিগুলিতে ফিরে যাই।
পিড়িং


আরমোরিকার মধুর সুরে...
টিং
পিং


চলো যাই!
মেনহির খোদাই করতে হবে
মা বকবে!


বিপজ্জনক! এমন গান তো আগে শুনিনি কখনও! এই গাঁয়ে সময় নষ্ট করছ কেন? লুতেশিয়ার সঙ্গীতমহলে তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে হে!...আর ওখানে লোকে চেয়ার চাপড়ায়, গায়ককে না!
অ্যাঁ? লুতেশিয়ায়?

যে সময় গল্পে এইসব ঘটনা ঘটছে, চলুন আমরা উত্তরে চলে যাই। যেখানে রাত্রির আঁধার থাকে কয়েক মাস, শীতঋতু রুক্ষ ও কঠিন, যেখানে উত্তরের লোকেরা বাস করে, নাম 'নর্মান'। গর্বিত ও নিশ্চিন্তপন্থী এই জাতির খ্যাতি অসাধারণ নাবিক ও কঠোর যুদ্ধবিদ হিসেবে...







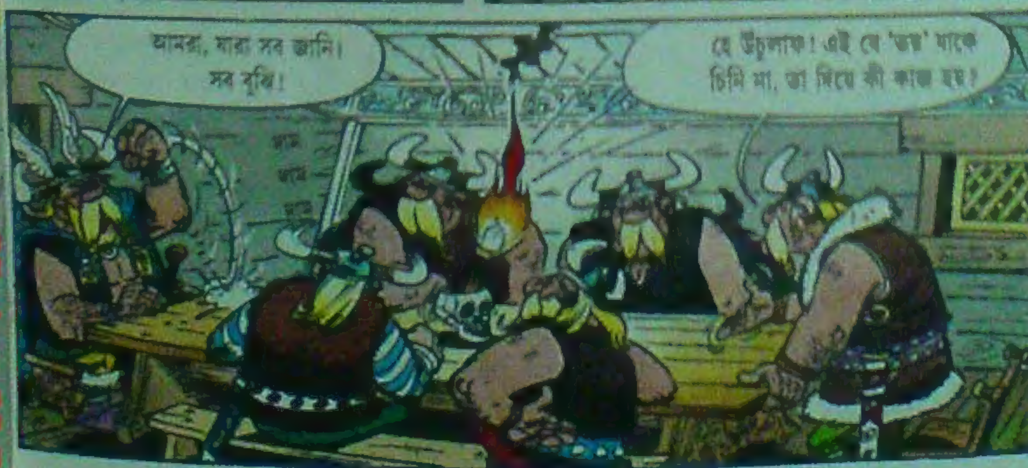


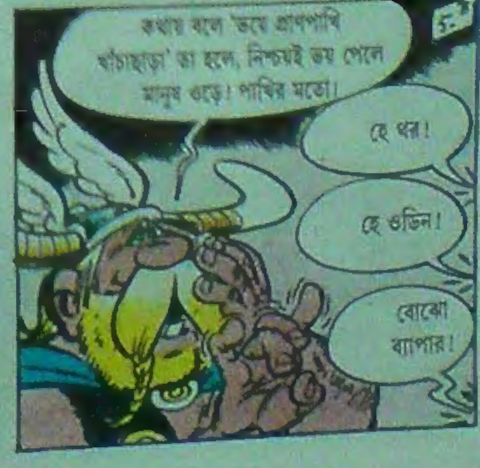













আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, আমরা আজকেই রওনা হব—সেই সব দেশের দিকে যারা 'ভয়' সম্বন্ধে জানে। যতকিছু কসরতই করতে হোক না কেন, আমরা 'ভয়'-এর রহস্যভেদ করবই।
অবশ্যই!
নিশ্চয়ই!
উঁচুলাফ জিন্দাবাদ!


এবং আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা মুগ্ধ দর্শকদের সামনে বলতে পারব—নর্মানরা জানে ভয় কাকে বলে, নর্মানরাই সবচেয়ে বিজ্ঞ।


এবার আমাদের জাতীয় পানীয় 'কালজা' এখানে পেশ করা হোক। পানীয় আসুক মৃত শত্রুর মাথার খুলি পূর্ণ করে।


আর সেই রাতেই, অর্থাৎ সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর, একটি নর্মান জাহাজ রওনা হল ভয়ঙ্কর যোদ্ধাদের দিকে—শিক্ষামূলক অভিযানে...
আমরা কোনদিকে যাব, উঁচুলাফ?
আমি বিশেষ কিছু না ভেবে গলদেশকেই বেছে নিয়েছি।

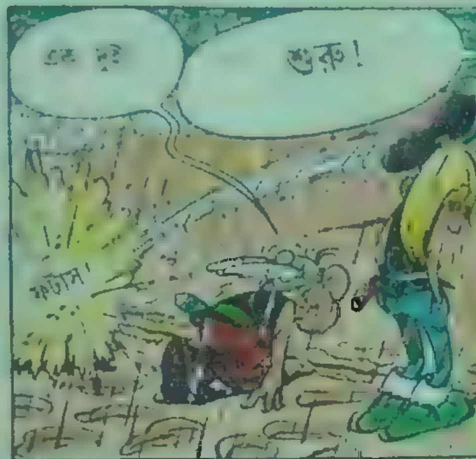

অবশ্য কিছু না ভেবে যে দেশকে বাছা হল ভয় পাওয়ার জন্য তার কোনও খ্যাতি নেই। গলেরা শুধু একটি জিনিসকেই ভয় করে—আকাশ ভেঙে মাথায় পড়াকে। এ ছাড়া কোনও কিছুই তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না।
ওঠো, কুঁড়ে! মোরগ ডেকেছে। সূর্য উঠেছে।
তা হলে আর আমার কী কাজ? ঘুমোতে দাও, বর্বর!


লুতেশিয়ায় এমন সময় আমি সবে বিছানায় ঢুকি।
ওবেলিক্স, ওকে উঠতে সাহায্য করবে নাকি?
করব, অ্যাস্টেরিক্স? করব?


ও...মা...গো!


থপাস!
এমন মিষ্টি করে বিছানা থেকে নামা বহুদিন দেখিনি।



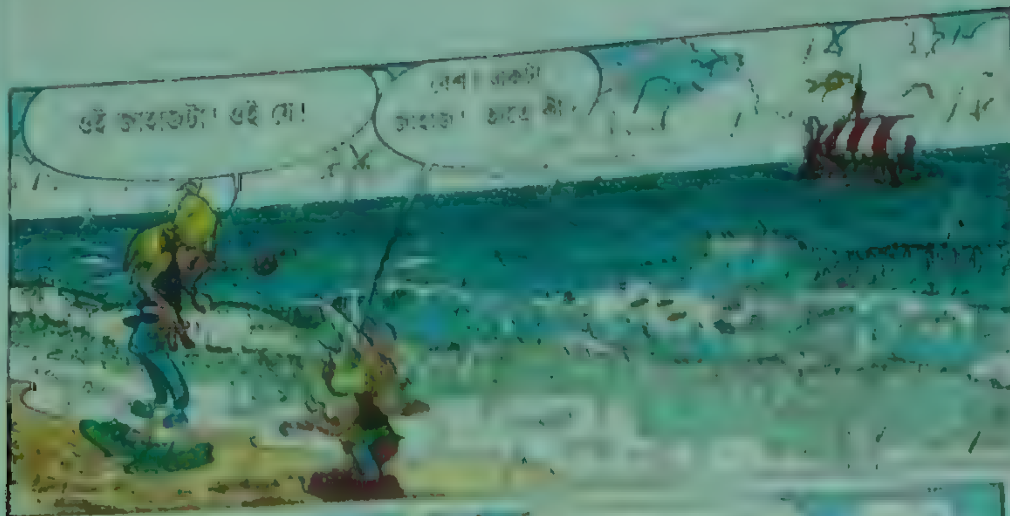


শুরু!


চলবে না। তোমরা দুজনেই চোট্টামি করেছ।

না মশাই! চলবে! বরং বলো তুমি হারতে পছন্দ করো না।
ভৌ ভৌ



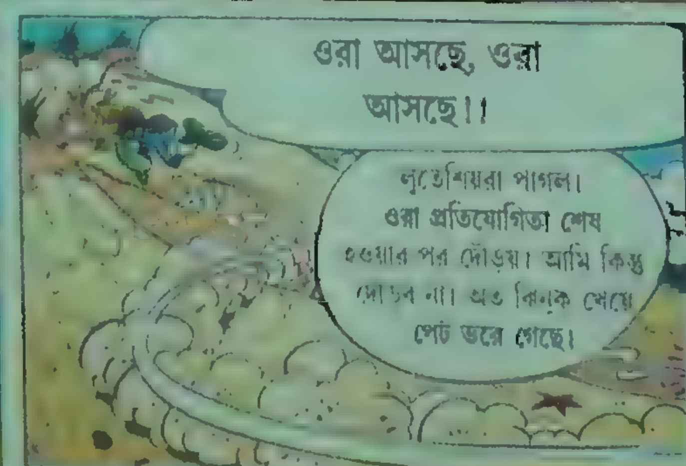
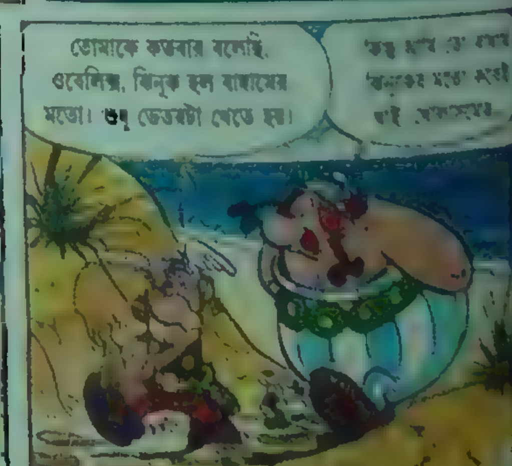

ও ওই, ওই তো!
লুতেশিয়ার নতুন নৃত্যকলা নাকি?


ওই জায়গাটা! ওই যে!

আরে ওটা নর্মান 'ড্রাকার'! নর্মানরা
ভয়ঙ্কর! ওরা রক্তপিপাসু দস্যু!







ওরা আসছে, ওরা আসছে!!
লুতেশিয়রা পাগল। ওরা প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর দৌড়য়। আমি কিন্তু দৌড়ব না। অত ঝিনুক খেয়ে পেট ভরে গেছে।

তোমাকে কতবার বলেছি, ওবেলিক্স, ঝিনুক হল বাদামের মতো। শুধু ভেতরটা খেতে হয়।

ওই আসছে... ন...
...নর্ম্যা...
দেখেছ? এই হচ্ছে লুতেশিয়ার জীবন—কেবল ছোটাছুটি, কেবল ছোটাছুটি বাঁচার সময়ই নেই।
হ্যাঁ, ওখানে বেড়াতে ভালই লাগে, কিন্তু থাকতে পারব না!

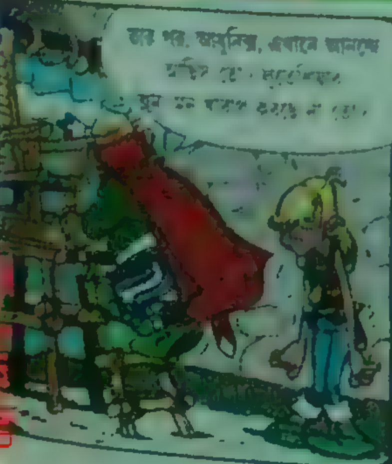
















কিন্তু ... দরকার হল না। ... সুরে সুর মিলিয়ে নর্ম্যানরা গলদেশে অবতীর্ণ হল।

নর্ম্যাণ্ডির মাটি দেখতে

কারণ ওখানে নর্ম্যানরা নেমেছে!

দলপতি, নর্ম্যানরা তীরে নেমেছে!

আ-আ-আ!

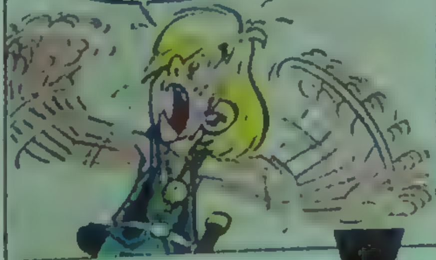
ওদের নাম খুব মজাদার! সব 'আক' দিয়ে শেষ হয়! হে হে হে

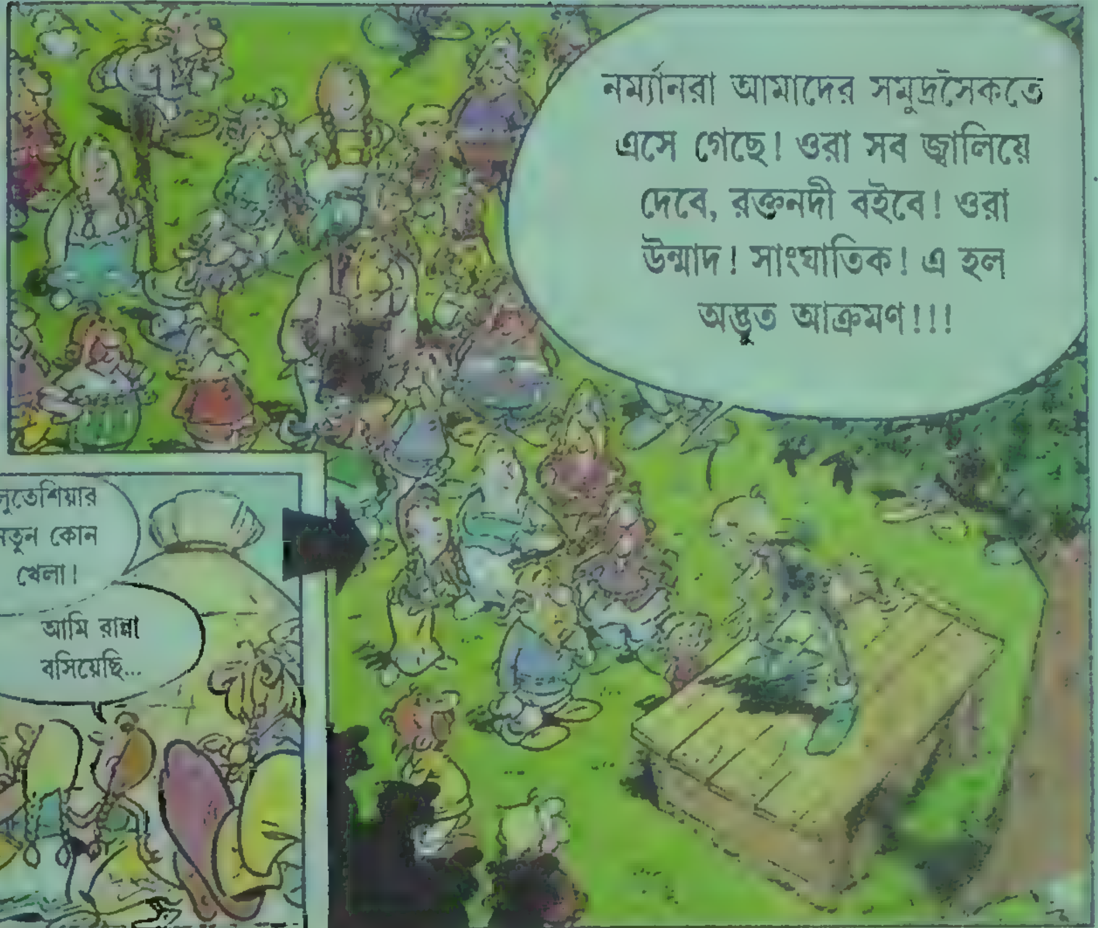
হ্যাঁ, ওদের প্রধানের নাম উঁচু লাফ!

হা হা হা! শুনলে? করনিক্স! এটাসেটামিক্স! কলবরিক্স! ... টরনিক্স!

হা! হা! হা!

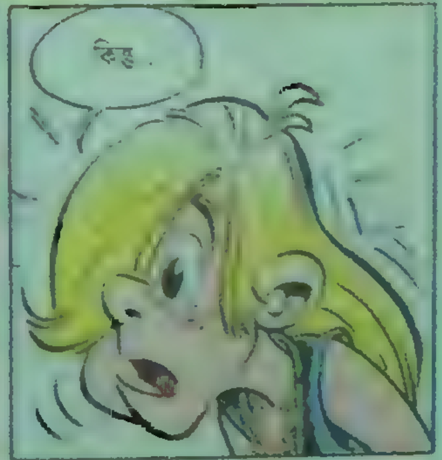
হো! হো! হো!


শুনুন! সবাই আসুন! আমার কথা শুনুন!


নর্ম্যানরা আমাদের সমুদ্রসৈকতে এসে গেছে! ওরা সব জ্বালিয়ে দেবে, রক্তনদী বইবে! ওরা উন্মাদ! সাংঘাতিক! এ হল অদ্ভুত আক্রমণ!!!

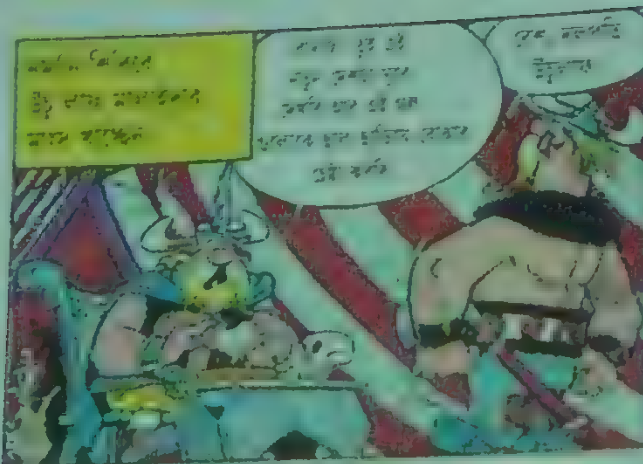

কী ব্যাপার?
লুতেশিয়ার নতুন কোন খেলা!
আমি রান্না বসিয়েছি...


নর্মান!
আক্রমণ!
আমাকে যেতে দাও!
ঠেলিস না!
এবার এরা ভয় পেয়েছে! নর্ম্যানরা ভয়ের বিষয়ই বটে...সবাই একসঙ্গে পালাব!


কিছু...


কোথায় নাম লেখাব?
আমিও যুদ্ধে যাব!
আমি সংরক্ষণ চাই। গতবার একটাও রোমান পাইনি।

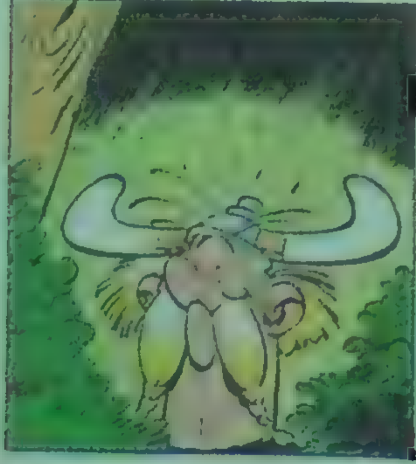

এবার, সব শান্ত হয়েছে। এখন লুতেশিয়ায় আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে...

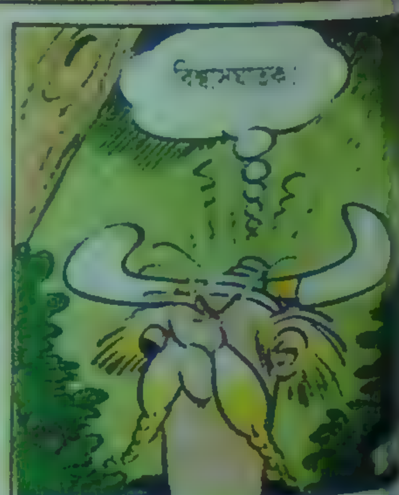



এই জঙ্গলে গিয়ে লুকোই।

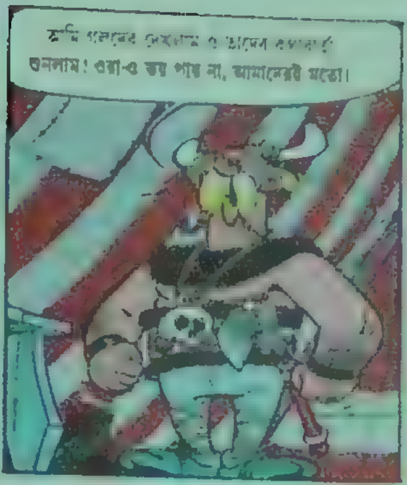

ওদের ভয় পাই না।
কোনও কিছুতেই ভয় পাই

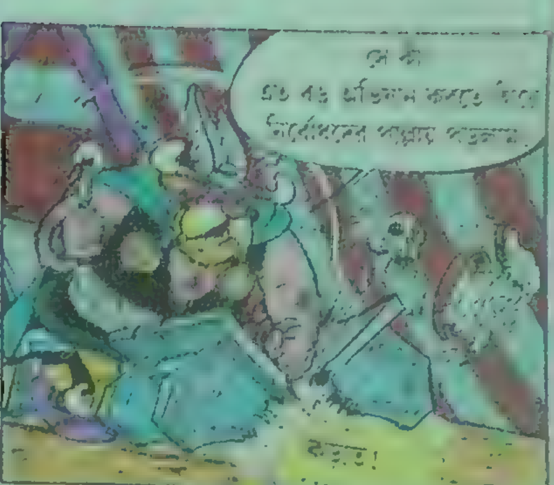



হ্যাঁ...আঁ...আঁ..
আমি ভয় পাচ্ছি ভীষণ ভয়
আমি কাপুরুষ সবার চেয়ে
বেশি ভীতু!


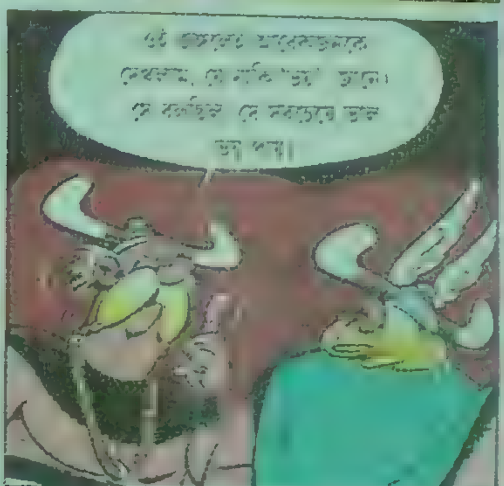
কিন্তু ভয় কীসের,
ভয় করছে!



বাদাফ! ফিরেছ?
কী সংবাদ?

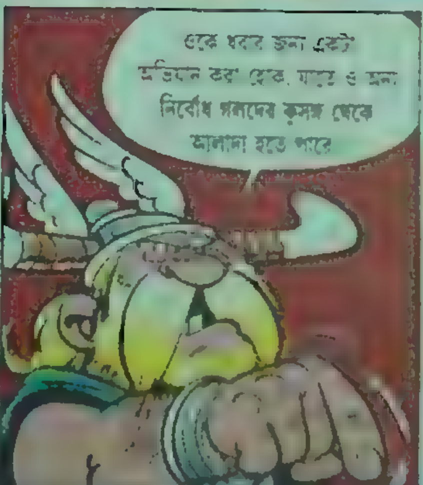

ওনলাম! ওরা-ও ভয় পায় না, আমাদেরই মতো।


সে কী

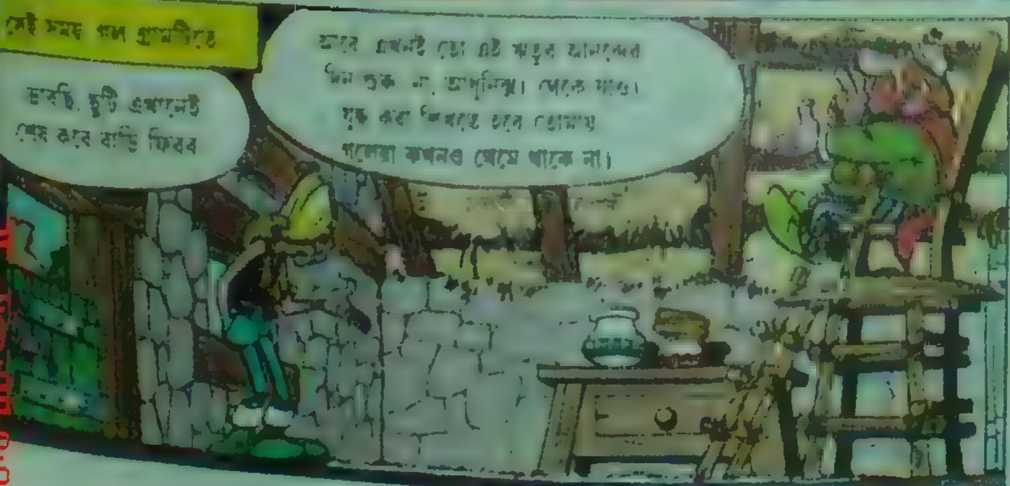

তারপর অন্য কথা
দাঁড়ান প্রভু, এত দ্রুত ভোজসভার
কথা নয়।

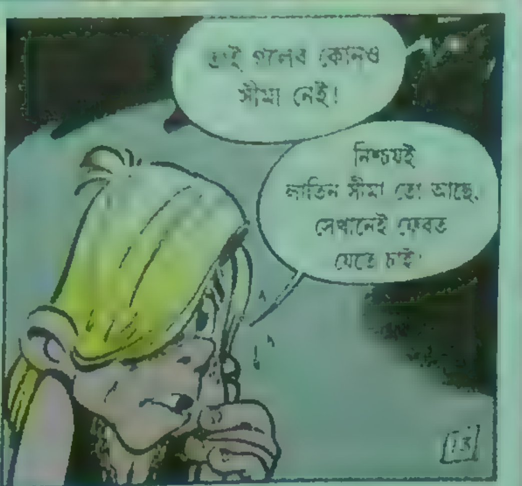



অন্য গলগুলো
সঙ্গে থাকলে সে নাকি
কম ভয় পায়


নির্বোধ গলদের কুসঙ্গ থেকে
আলাদা হতে পারে




গলেরা কখনও থেমে থাকে না।


তাই গলের কোনও
সীমা নেই!
নিশ্চয়ই
লাতিন সীমা তো আছে,
সেখানেই ফেরত
যেতে চাই


তা হলে, আধুনিক্স,
তুমি সত্যিই আমাদের

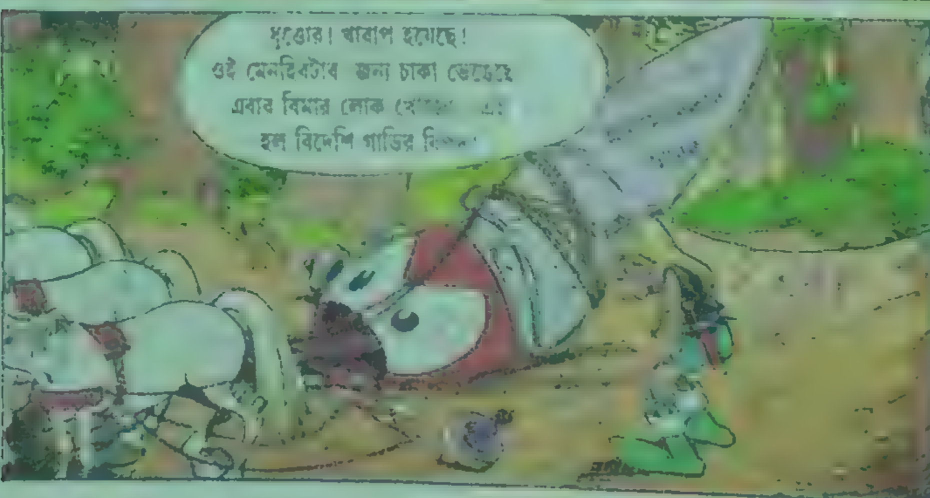


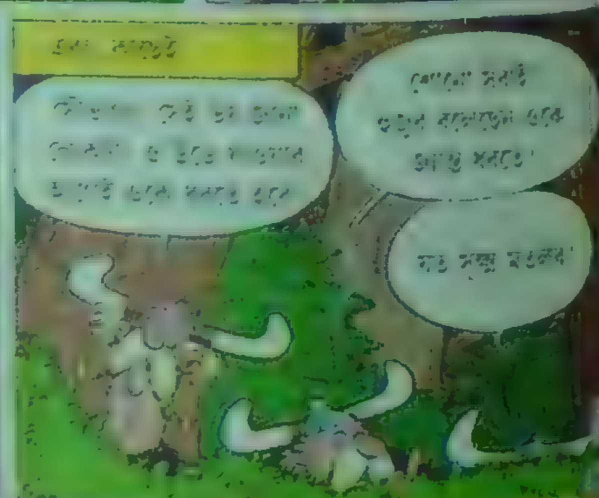

ইস: তোমার বাবা বলেছিল
তোমাকে 'পুরুষ' করে তুলতে,




পুরুষ হওয়া... যুদ্ধ করা... টুকরো করা...বটে!


কড়াত


ধ্যুত্তোর! খারাপ হয়েছে!
ওই মেনহিরটার জন্য চাকা ভেঙেছে
হল বিদেশি গাড়ির

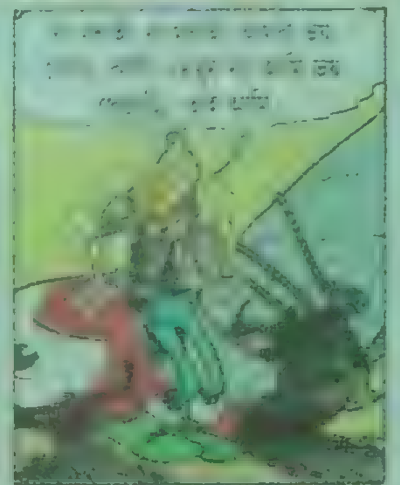


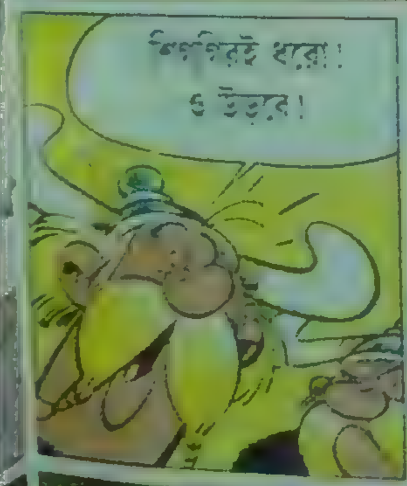

ভগবান! নর্ম্যানগুলো!






কাঁপে?
ঠাণ্ডা লাগলে আমরা কাঁপি!
অথবা ম্যালেরিয়া হলে কাঁপি।




শিগগিরই ধরো! ও উড়বে!


দয়া!

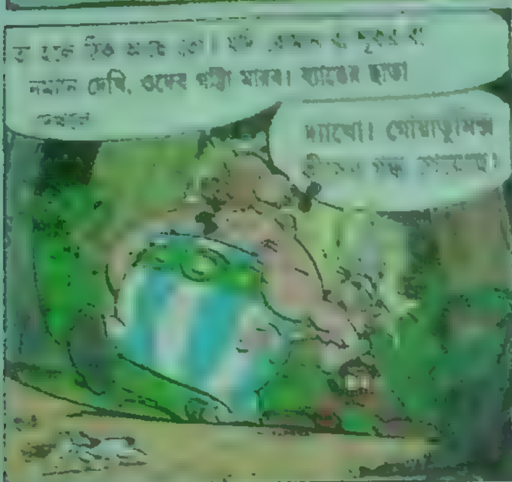



গদাম!


আমাকে মারতে বললে আমি মারি। বাস!


হঠাৎই চলে গেল! চলো, জঙ্গলে গিয়ে শূকর শিকার করি। মন ভাল লাগবে।


জঙ্গল আমার খুব প্রিয়। শূকর, রোমান, ব্যাঙের ছাতা, সব আছে। হয়তো নর্মানরাও আছে.




ভাগ হবে, রোমান বা নর্মান পেলে আমি নেব, ব্যাঙের ছাতা হলে তুমি
চলো ওর পেছনে!

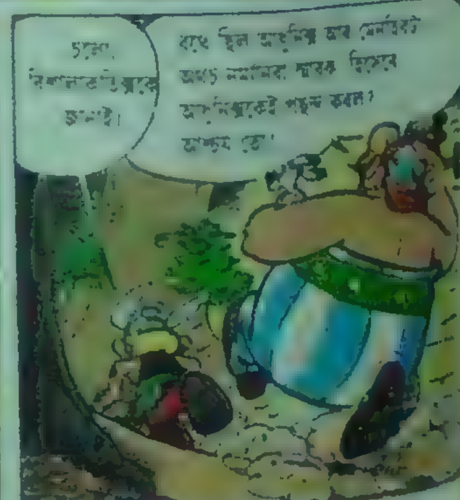

ওহ!


আধুনিক্সের রথটা!
গোয়াতুমিক্স কী ভাল! আমি ওকে মেনহির শুঁকতে শিখিয়েছি কি না! তাতে ও ভাল শিকারি কুকুর হতে পারবে।


আমি মেনহির দিয়ে শুরু করেছি কেননা ওটা খরগোশের চেয়ে আস্তে ছোটে..
চাকাটা ভাঙা..



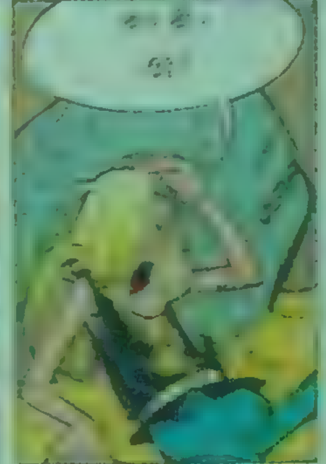
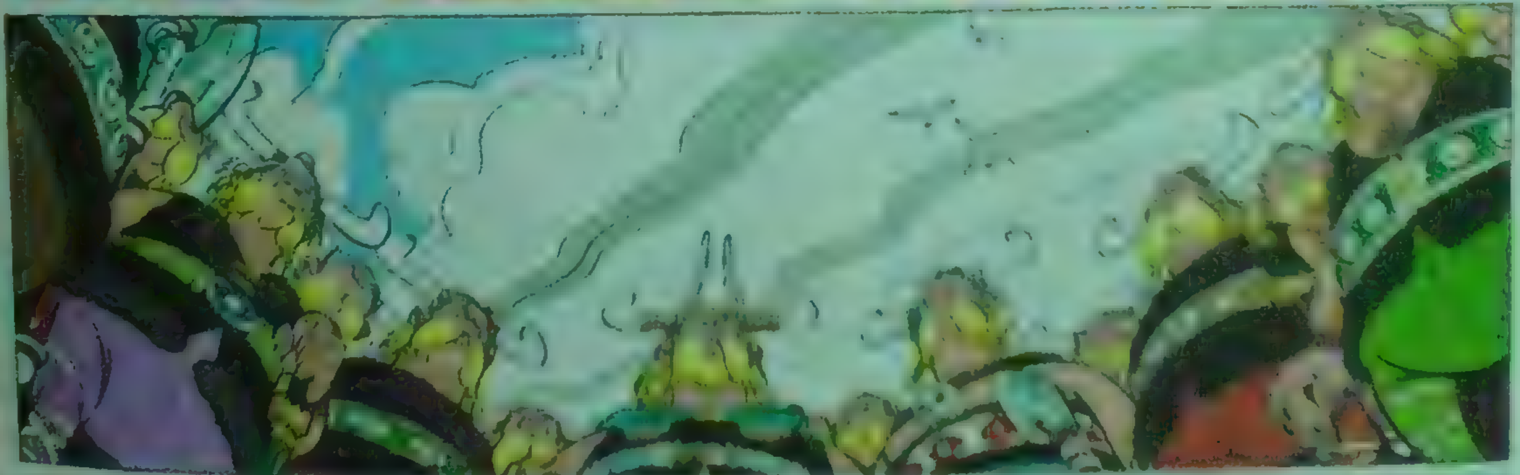
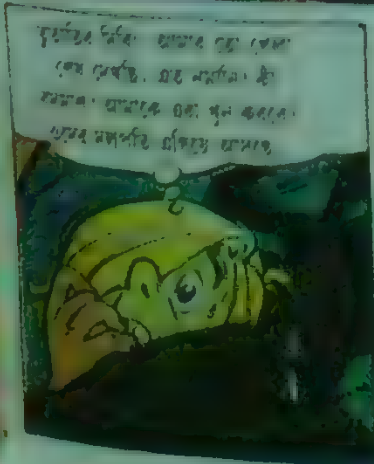

নিশ্চয়ই না! গেলে মেনহিরটা অবশ্যই নিত।
পায়ের ছাপ! নর্মানরাই আধুনিক্সকে অপহরণ





চলো, এক্ষুনি
ওকে দেখি।

বেশ! এবার তা হলে
পাখিটাকে জাগাও আর
সকলকে ডাকো!


































হুঁ হুঁ! এবার ভান করব যেন
গাছ উপড়াতে পারছি না। তা হলেই ওরা
ভেবে দারুণ মজার।






ভান করতে গিয়ে
তুলে ফেললুম!


কী হল ওর?
গোঁফবুনিক্স গাছ ভালবাসে।
ও গাছ কাটা বা তুলে
ফেলা দেখলে দুঃখ পায়।


ক্যাম্পের কাছে এসে পড়লাম!
অসাধারণ মতলব! এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি হয় না!


দাঁড়াও! এখানে কী চাও, গলবাসী?




না, না, তুমি বলেছিলে প্রথমে ওদের মেরে ঢুকব, তারপর কথাবার্তা!
কিন্তু-ওদের তো বলতে হবে কেন এসেছি তারপর না ঢুকব!






থরের দিব্যি!
ওডিনের দিব্যি!
আ-ক্র-ম-ণ!



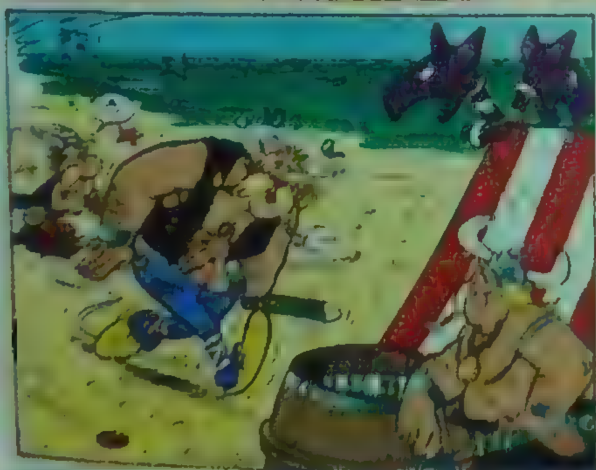

জানতাম, তুমি আমার যুক্তি বুঝবে!
চড়াত!


থপাং!


এ রোমানদের চেয়ে বেশি ওজনদার, না অ্যাসটেরিক্স?
হ্যাঁ, রোমানদের চেয়ে এদের শৃঙ্খলা কম, কিন্তু বেশি জোরদার এরাই। তা ছাড়া, এদের ভয় নেই।


যুদ্ধের সময় কথা বলতে লজ্জা করে না?
বটে!


ক্ষমা করুন

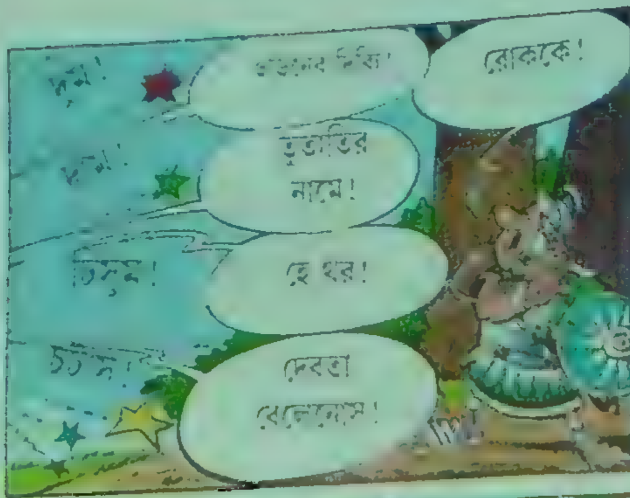



পান করো,




দেখলে, এদেরও জাদু পানীয় আছে।
হ্যাঁ! সবারই আছে, শুধু আমার নেই। সবাই আনন্দ করবে, আমি ছাড়া।



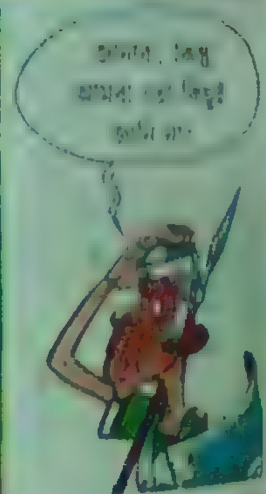

দেবতা বেলেনোস!





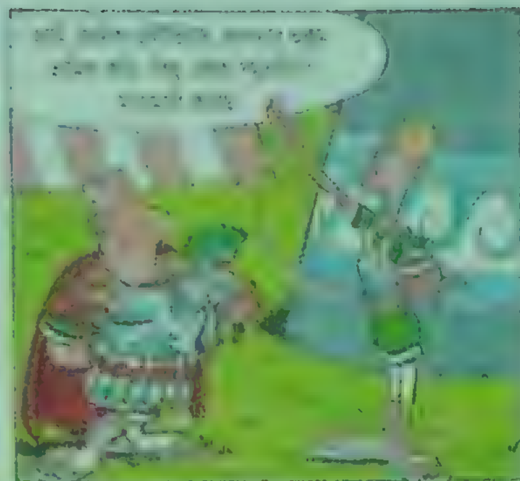

কী হল? মাথা ঘুরে গেছে?


তুমি এখন সেনাবাহিনীতে! শৃঙ্খলা ও অনুশাসনই তোমার পথপ্রদর্শক! আমরা এখন শিবিরে ফিরে এই ঘটনার কথা ওপরমহলে জানাব।



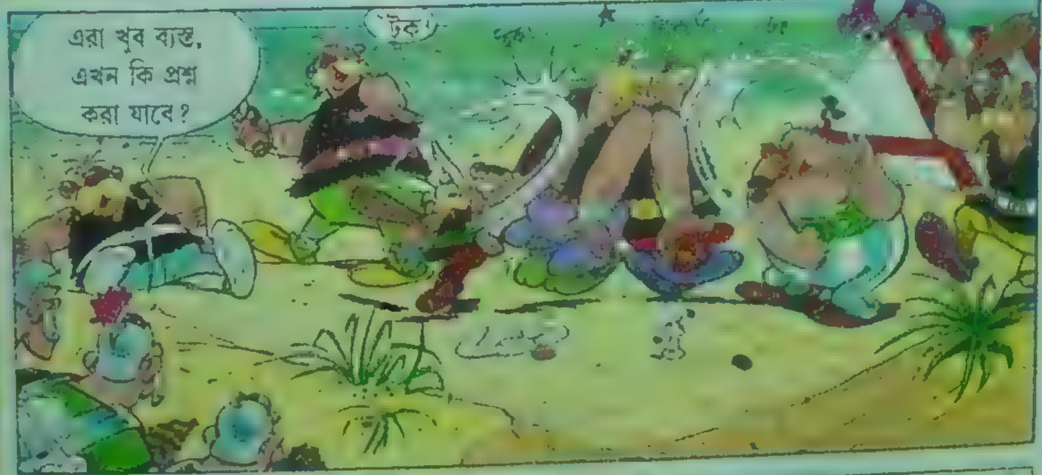



এই নিন শ্বেতপাথরের তিনটে ফলক.

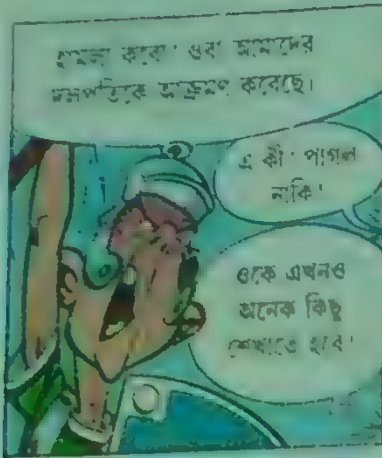



ফিরে যাও এবং মারামারি

হয়েছে, চ্যাঙশ?
চ্যাংশ : এক ধরনের সবজি,
সেনাবাহিনীতে প্রচুর


এরা খুব ব্যস্ত, এখন কি প্রশ্ন করা যাবে?
টুক


আপনারা কি...



এ কী পাগল নাকি
ওকে এখনও অনেক কিছু শেখাতে হবে


আ-ক্র...
?



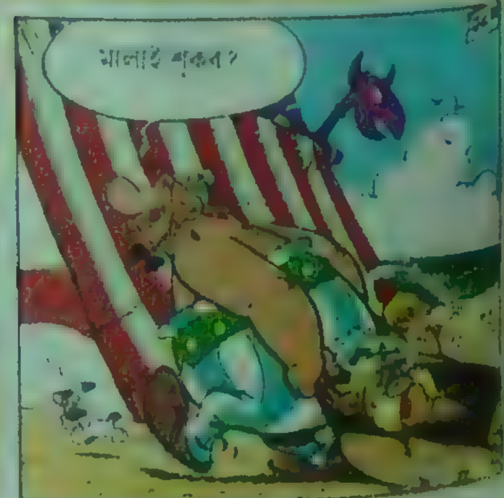



?




মারার আগে একটু শুনে নিলে হত না!




মালাই শুকর?

তুই কে? আমার লোক কারাফকে নিয়ে কী করছিস?
এখুনি বাদিস্কাফকে ছেড়ে দে বলছি, ওডিনের দিব্যি!
তুই কে?
আমি উঁচুলাফ! নর্ম্যান প্রধান!
ওবেলিক্স! ওকে লজ্জা পাইয়ে দিও না। এরা লাজুক পর্যটক! তোমার
এখানে কী হচ্ছে আমাকে কেউ বুঝিয়ে বলবে?
কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।
হ্যাঁ, মালাই-শূকর কেমন করে রাঁধে?
বলছি। প্রথমে এককাপ মালাই নিয়ে গরম করে নেবে। আর শূকরটা...
কিন্তু...তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বের সেরা যোদ্ধাদের রান্নার প্রণালী শেখার জন্য আক্রমণ করোনি!
PAF!
BING!



টহলদারেরা শিবিরে ফিরল
সমুদ্রের পাড়ে?
কিছু না!
হ্যাঁ, যা বলো!





সেই সময়, ভয়াল উঁচুলাফের আস্তানায়
সেরা ভিতুকে?



সেরা ভিতু?
?





হ্যাঁ, সে লুতেশিয়ার নাচের সেরা জ্ঞানী। তবে সেটা আমি শিখেছি



এরকম... জাজিম! জাজুম! জাজিম! জাজুম!



তার পর জুম জুমা জুম...

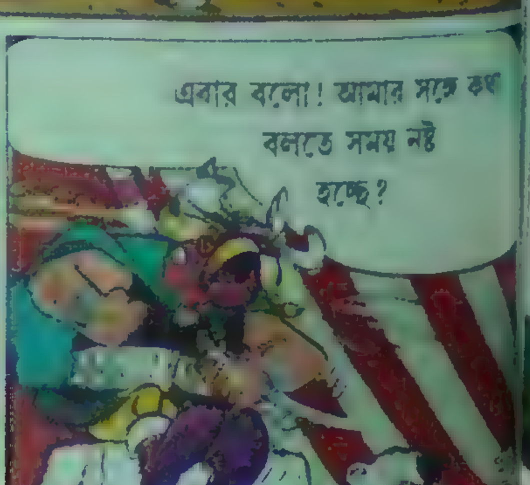




দাঁড়াও ওবেলিক্স! নর্ম্যানরা এখানে নাচ শিখতে আসেনি।
তবু শিখে নিক! ওরা ভাবছে আমি মজা করছি! বর্বর!



হাঃ! হাঃ! হাঃ!
দূর! যত্তসব!



এবার বলো! আমার সঙ্গে কথা বলতে সময় নষ্ট হচ্ছে?


আহা, যেন তোমরা জানো না!


সে সেরা ভিতু! ও আমাদের ভয় শিক্ষা দেবে... ভাল কথায় বা ব্যথা পেয়ে!
???


কারণ তা না করলে, ওকে উঁচু পর্বতের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে আমরা দেখব ওর প্রাণপাখি কীভাবে ওড়ে।


ছাড়তে দাও, ওবেলিক্স!


আমরা তোমাদের ভয় শিখিয়ে দিলে তোমরা আধুনিক্সকে ফেরত দেবে তো? তারপর ফিরে যাবে?
হ্যাঁ, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। তার জন্য আরও কয়েক শতাব্দী বাকি...


আমাদের গ্রামে একটা জিনিস আছে যাতে
সেটাকে আনতে যেতে হবে।




যদি অন্যজন ফিরে না আসে, জামিনের খুলিতে কালভা পান করা হবে।
ফিসফিস


কেন, আমি যাব কেন? তুমি এখানে মজা করে মাখন-মুরগি খাবে, কালভা পান করবে, আর আমি
না, ওবেলিক্স, এ ঝগড়া করার সময় না। যাও!




দড়াম


সকলেই আমার নরম মনের সুযোগ নেয়!
চড়াত!










আই, কলরবিক্স কোথায়? ঘরে তো নেই।
জানি না তো! ভাগিস নেই।




তাই নাকি? চলো ওর ঘরে যাই।


পরে..
ও সব বাজনা আর অনেক পোশাক নিয়ে গেছে! চলে গেছে নাকি?



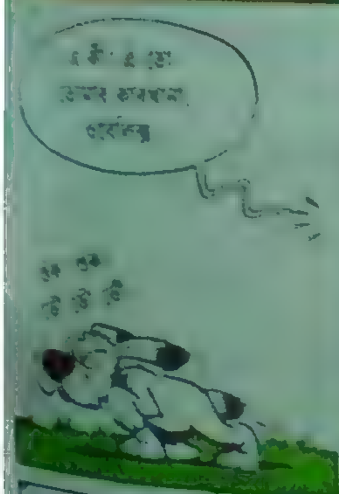

একটা বুদ্ধি পেয়েছি!


কিন্তু,
ওবেলিক্স






এই বয়সে কী বুদ্ধি!









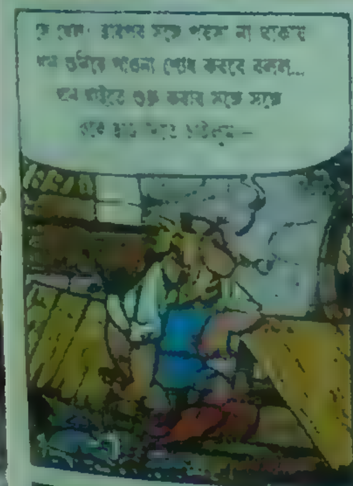


ভয় পাচ্ছি না!

হ্যাঁ, এখান দিয়ে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার গোরুর দুধ দই হয়ে গেল।

আরও দূরে।








না মশাই! আমার গানের কিস্যু বোঝো না তোমরা! আমি ফিরব না।
লুতেশিয়ায় গিয়ে ভাগ্য ফেরাব।

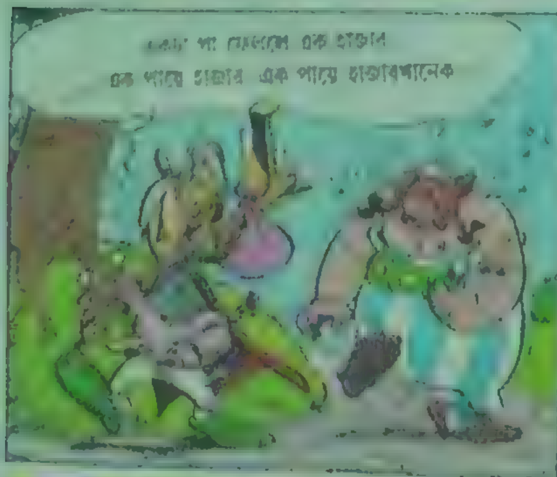

অ্যাসটেরিক্স গানটান বোঝে বটে, কিন্তু টিটকিরি দিতেও ও সেরা। ওর আমাকে দরকার নেই!

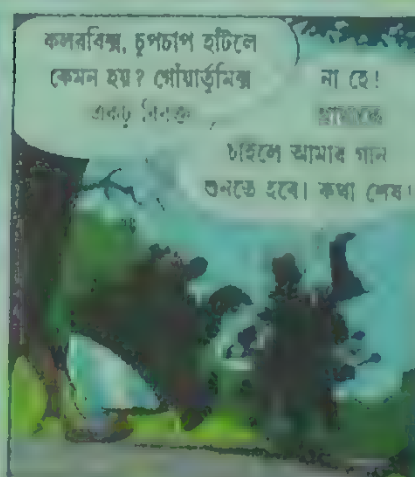



সঙ্গীতবেত্তা ছেলেটি! ওর বিপদ?
আটকে রেখেছে!

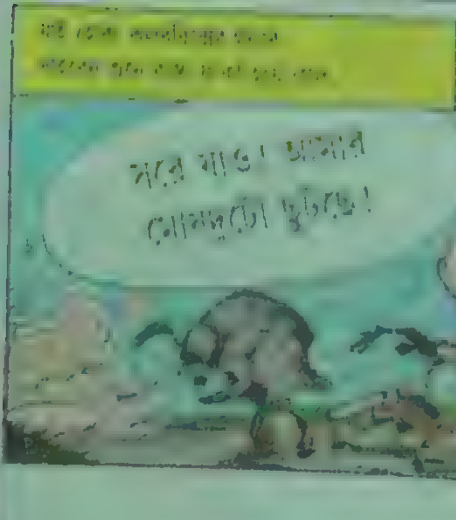

বুঝেছি। তোমরা চাও আমি গিয়ে নর্মানদের মুগ্ধ করি
বেশ! চলো!
?






কলরবিক্স, চুপচাপ হাঁটলে কেমন হয়? গোয়ার্তুমিক্স
না হে!
চাইলে আমার গান শুনতে হবে। কথা শেষ।

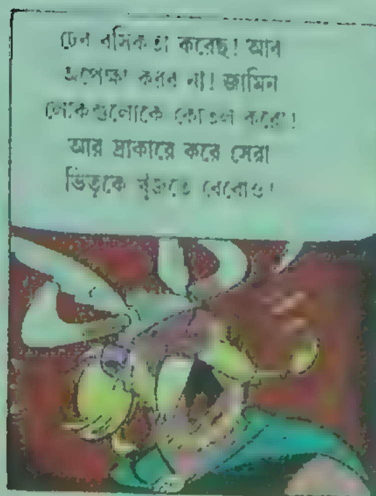



সরে যাও!






ঢের হয়েছে!






ওকে শেকল দিয়ে বাঁধো, আর অন্য বন্দির সঙ্গে খাদের ধারে নিয়ে যাও!


একটু পরে...
জানি না ওবেলিক্স কেন দেরি করছে, কিন্তু আর একটু অপেক্ষা করলে ভাল হত..



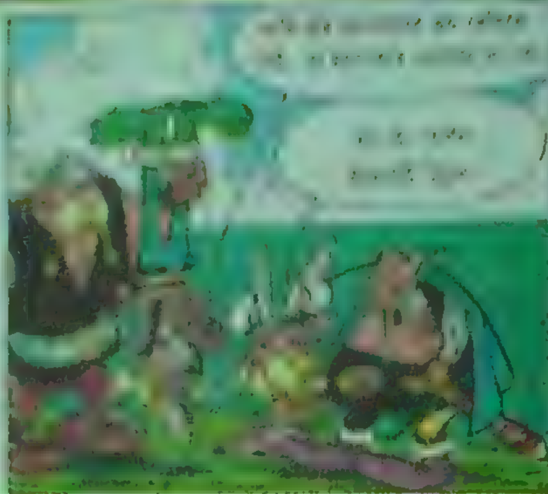
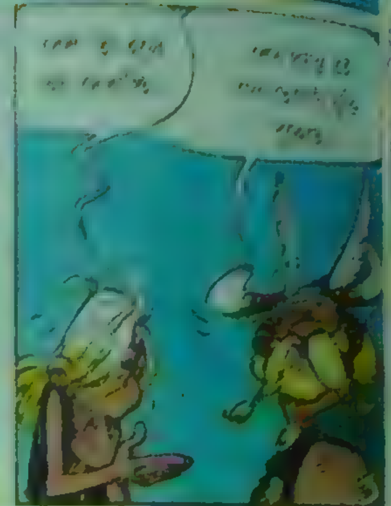




man



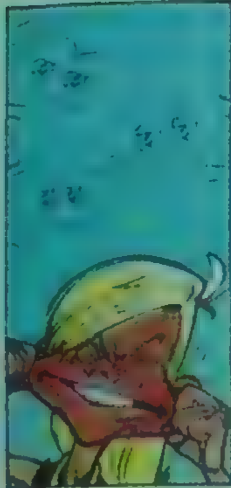

এক...
না, না





আঁ...উ!
মা গো!

হা হা হা!
হো হো হো!

হা! হা!

হা! হা!

এরকম করলে বাড়িতে আমার ছোট বোনটা ভীষণ ভয় পায়...
ছোট বোনেরা বিরাট যোদ্ধাদের চেয়ে একটু বেশি ভিতু হয় যে!

অনেক হেসেছি, এবার আসল কথায় আসি। তুই আমাদের উড়ে দেখাবি।

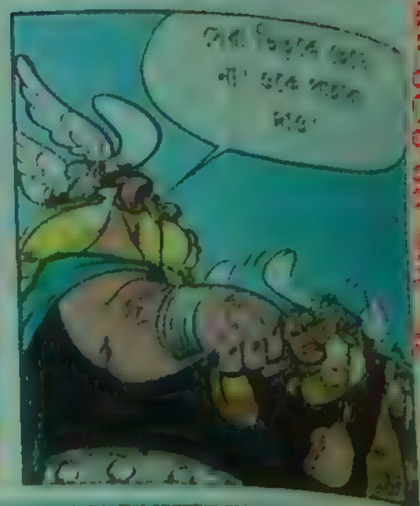

মা গো, কী ভয়!

ও ওড়ার পক্ষে দুর্দান্ত জায়গায় আছে। উড়িয়ে দেব?


চড়াক!

হামলা করো, আধুনিক্স!


দমাস!








টিসুম!

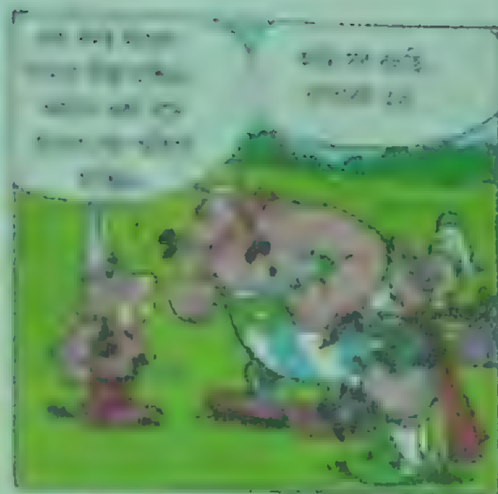
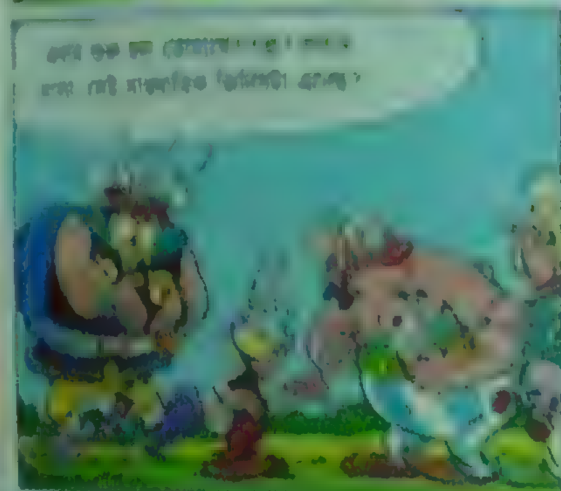

ছোট হলে কী হবে, সাঙ্ঘাতিক!

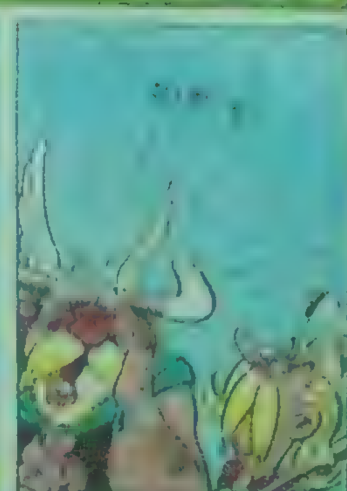

?



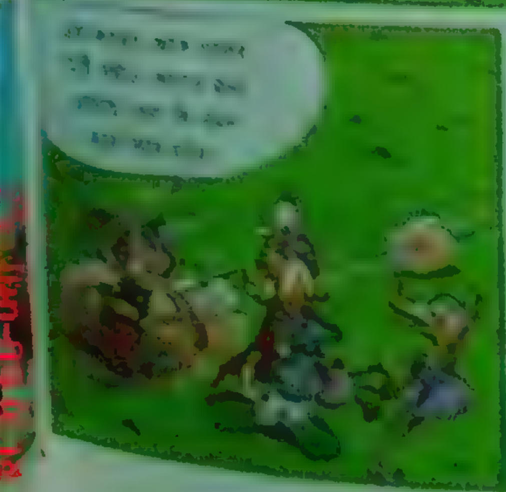
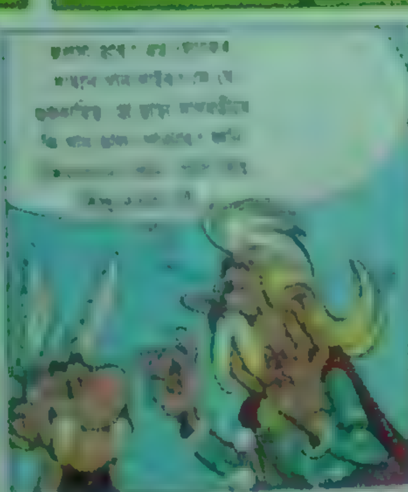

!







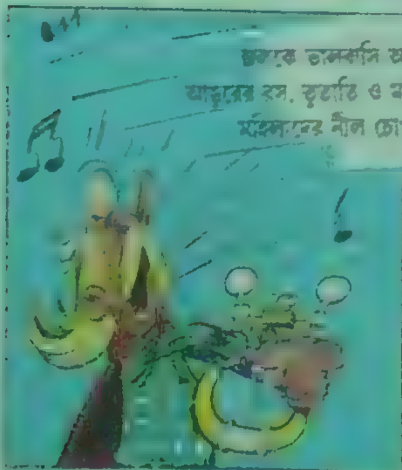













সুখী হোক!
সুখী হোক!
হাঁ হাঁ!





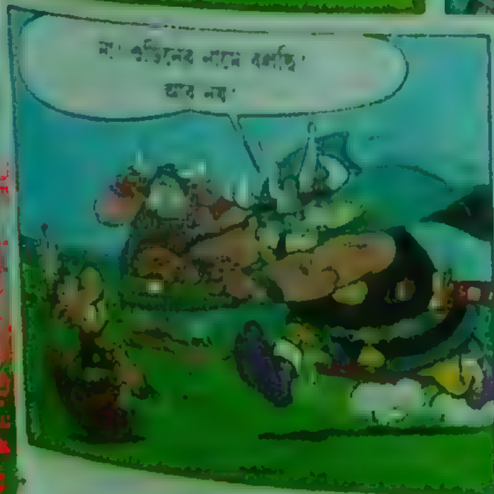

কাজ হচ্ছে!
কাজ হচ্ছে!


কী?
?


ঢের হয়েছে!


কী বলল ও?
আবার গাইতে বলছে।


এক মিনিট! এবার আমাদের গায়ক আপনাদের শোনাবেন ওঁর সেরা গানগুলির এক মিশ্রণ!




কেন?
ওর গান আবার শোনার কথা ভাবলে আমার হাঁটু কেঁপে উঠছে, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে, ঘাম হচ্ছে, পেট


এক কথায়—
তোমার ভয় করছে।


ভয়? আমার ভয়? আমরা ভয় পেয়েছি!


ওডিন ও থরের জয়!





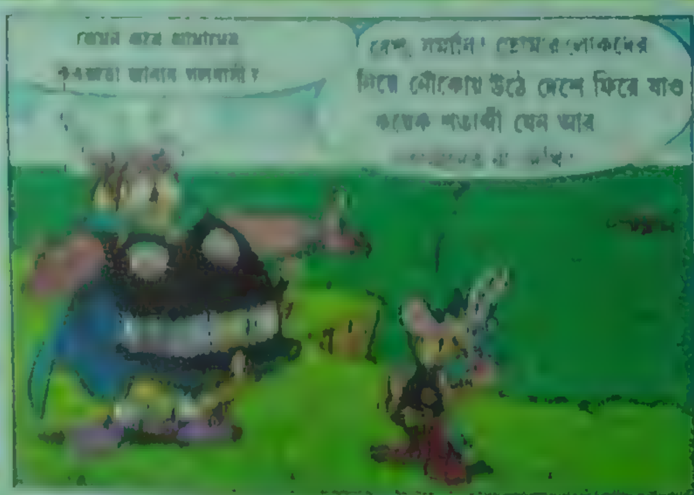

আর দরকার নেই। তোমার গান সফল হয়েছে! এ আমাদের বিজয়, অনন্য সফলতা!

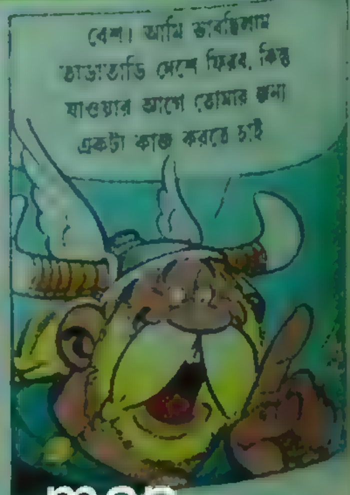



ওঃ! জানো, এমন বক্তৃত্বপূর্ণ শ্রোতা পেলে গান ভাল হতে বাধ্য!
একটা পাথরের ফলক পেলে তোমার স্বাক্ষর নিতাম!
হ্যাঁ?
না, তোমাকে বলছে না.


ওবেলিক্স? তুমি কিছু বলবে না?


আঁ?




বেশ! আমি ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি দেশে ফিরব, কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার জন্য একটা কাজ করতে চাই


নর্মান প্রথা অনুযায়ী তোমাদের ধন্যবাদ জানাব। এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করা হবে...
অত ঝঞ্ঝাটের দরকার নেই ভালয় ভালয় বিদেয় হও, তা হলেই চলবে।


আমরা সব কিছু ধ্বংস করে তোমাদের ওডিনের ভোজে পাঠাব। সেখানে সকলে দিব্য নর্মান রান্না খেতে পাবে...


অনেক মালাইদার রান্না...
উঃ! এখনও এসব গপ্পো শেষ হয়নি, না? শেষ হয়নি এখনও?


আর একবার বলছি, শুনে নাও! চুপচাপ তোমাদের নৌকোয় চড়ো আর আমাদের দেশ ছাড়ো! বিদেয় হও, বুঝলে, বিদেয় হও!
?
বাঃ! এই ছোট্ট লুতেশীয় ছেলেটি সাহসী হয়েছে!


নাঃ! এ তো দেখছি জীবনে এখান থেকে যাবে না!
কী! নর্মান ভোজের নেমন্তন্নে রাজি নও?


আধুনিক্স ঠিকই বলেছে। এরা বিরক্তিকর!


অ্যাঁ?
বিরক্তিকর!


বিরক্তিকর তো বটেই! তোমারও উচিত ছিল আগাছা দিয়ে কান বন্ধ করা। তা হলে ওর গান শুনতে হত না।
দীর্ঘশ্বাস!


নর্ম্যান বীরেরা, আক্রমণ!


মনে হচ্ছে এরা একটু বেশিই উষ্ণ হয়ে পড়েছে!
হ্যাঁ! এসো, এসো! আমরাও তৈরি।
মারামারি হবে? সত্যি? কেন শুনি?
মারামারি হয়ে থাক, পরে বলব'খন।


এসো, এসো!
এগিয়ে এসো।
পরেরবার গান গাওয়ার আগে শৃঙ্খলা ঠিক রাখার ব্যবস্থা করব।
দুম
চড়াত
ঢিসুম
দুম


না!
সে কী গো!


নর্মানরা পালাচ্ছে! প্রথমবার এমন হল।

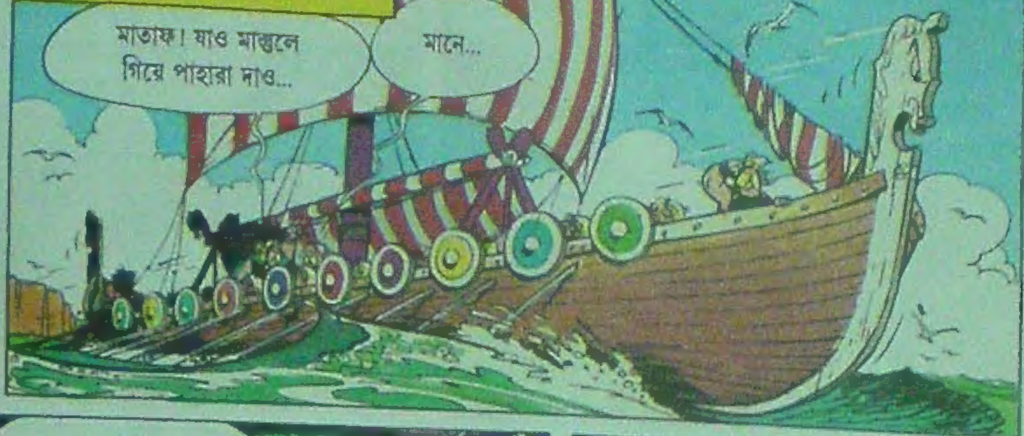

তাই তো? এদের হল কী, অ্যাসটেরিক্স?
ওরা ভয় পেয়েছে গো! আমরা ওদের শিখিয়েছি ভয় কাকে বলে।


ভয়! ঠিক, ঠিক!
মাগো!
পালাও!
দেশে ফিরে যাব।


এই তো সময়, কলরবিক্স! গান গেয়ে শ্রোতাদের বিদায় জানাও।
নিশ্চিত আমরাই আশ্চর্য গল!


এখন তো আমরা উড়তেও জানি, উড়ে পালাই
সব ঠিক আছে সব ঠিক আছে হ্যাঁ!
এসো, এসো!
কী হল বলো তো, অ্যাসটেরিক্স?
ওরা জানল যে গলে আমরা সঙ্গীত দিয়ে সমাপ্তি ভালবাসি।


নর্মানরা অবশ্য শক্তপোক্ত মানুষ। ছোটখাটো উড়ানের পর তারা নিজেদের রণতরীতে ফিরতে পারেন...


কিন্তু সেই 'দ্রাকার' বা রণতরীতে অবস্থা আগের মতো নেই...
মাতাফ! যাও মাস্তুলে গিয়ে পাহারা দাও...
মানে...


মানে কী?
ওখানে একা একা ভয় করে...


ওঠ!
হ্যাঁ হুজুর
ফটাস!


আ-আ-আ!
হুজুর!


ওরকম চুপিচুপি কখনও আসবি না! ভয় পেয়ে গেলাম!
সকলে বলছে, ওরকম আর চেঁচাবেন না। ওদের ভয় করে!


এবারের অভিযান যেন একটু বেশিই সফল হয়ে গেল...
খচখচ


কিন্তু প্রাণপাখি ওড়ার ব্যাপারটা...


মাতাফ! ওড়ো দেখি একটু।
হ্যাঁ হুজুর!


ধপাস!


ব্যাপারটা চলবে তো, দলপতি?
হ্যাঁ, হ্যাঁ! চলবে না কেন? তবে ভবিষ্যৎ হয়তো বিশ্বাসঘাতী হতে পারে।
43

আমাদের বন্ধুরা গ্রামে ফিরে বিজয়ীর সম্মান পেল...
জানতাম তুমি সফল হবে, অ্যাসটেরিক্স!
এসো! এসো! এগিয়ে এসো!
হ্যাঁ, দলপতি, আপনার ভাইপো সাহসী গলযোদ্ধা হয়ে উঠেছে!

অবশ্য আধুনিক্সকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিল ওবেলিক্স...
এবার শিকার করতে শেখান—প্রথমে বাচ্চা শূকর, তারপর রোমান টহলদার, সবশেষে বুনো শূকর!

চারণকবি, সব তারকাদের মতোই নিজের সাফল্যের কথা বলতে লাগল...
যদি দেখতে! ওরা লাফাচ্ছিল, দৌড়ে আসছিল, পা দাপাচ্ছিল!
তা হলে লুতেশিয়ায় পাড়ি দাও না! অন্য বর্বরদের কাছে...

এটাসেটামিক্স, তোমার কী মত? নর্ম্যানদের এই ভয় কাকে বলে তা জানতে আসা কি ভাল কাজ?
নিশ্চয়ই, অ্যাসটেরিক্স!

ভয় কাকে বলে তা না জানলে সাহসী হওয়া যায় না। সত্যকার সাহস হল তা-ই, যা ভয়ভীতিকে পদানত করতে পারে।

সুতরাং, নর্ম্যানরা ভয়কে জেনে তা জয় করতেও শিখল। তারা সত্যকার সাহসী হল এবং ওডিনের ভোজসভায়চিরনির্বাচিত হয়ে রইল।
কিন্তু আমি তো শুধু ওদের রাস্তাটা জিজ্ঞেস করছিলাম।
ওরা এভাবেই উত্তর দিতে অভ্যস্ত!

আধুনিক্সের ছুটি ফুরোল। আরমোরিকার চঞ্চল ছুটির দিন থেকে লুতেশিয়ায় ফেরার সময় এল। বিদায়সভার জন্য এক বিশাল ভোজের ব্যবস্থা হল, যাতে কলরবিক্সও অংশগ্রহণ করল। সত্যি, চারণকবির জন্যই এই গল্পের এমন সুন্দর শেষ, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ!

সমাপ্ত